# টুনটুনির গান

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

কলিকাতা
বাগচী এণ্ড সন্স
২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

বাগচী এণ্ড সন্স, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী, এম-এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ,
আষাঢ়, ১৩৩৭


প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৫।এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

দাম এক টাকা ]

*　　　　*　　　　*

*　　　　*

বসন্তের এক রঙীন্ ভোরে
হঠাৎ সেদিন আমার দোরে
　　　গাইলো এসে ছোট্ট সে এক টুন্‌টুনি ;
আপন মনে অবুঝ্ ভাষায়
খোশ্‌খেয়ালে গান গেয়ে যায়,
　　　অবাক্ হ'য়ে একমনে সেই গান শুনি'—।

কাকাতুয়া তোতার মত
জানেনা গান অত শত,
　　　শেখা-বুলি তাইতে টুনি গাইলোনা·
বুকের মাঝে যে গান ছিল,
সরল ভাষায় শুনিয়ে দিল
　　　পড়া-বুলি শুনাতে সে চাইলো ন

ছোট্ট-পাখীর ছোট্ট কথা
উদাস প্রাণের আকুলতা
গানের সুরে ছড়িয়ে দিল দিল্ খুলি'—
যে যা' পারে বলুক্ না ভাই
সহজ গানের মূল্যটা তাই
আমার কাছে পড়লো ধরা বিল্‌কুলি।—

* * *

গিরিডি
১৩৩৪, চৈত্র

# সূচী

# টুনটুনির গান

## টুন্‌টুনি

নীড়ের মালিক শালিক্‌-পাখীর মেজাজ্‌ বড় চটা,
চক্ষু করে' কটা,
বল্লে সে আজ লাট-সাহেবের চালে,—
"বটের সারা ডালে
আমার একাই দাবী,—
যা' পালা এক্ষুনি
গাছের থেকে নাবি'
মুখপুড়ী টুন্‌টুনি !—"

টুন্‌টুনিটা বেজায় ভীতু এক্কেবারে ভয়েই হোলো সারা,
নেহাৎ গো-বেচারা
ছোট্ট পাখী কিনা !—
কর্‌বে সে কি !—নড়ন্‌-চড়ন্‌-বিনা
রইল শুধু বসে'
মনেরই আফ্‌শোষে।

টুন্‌টুনির গান

হঠাৎ জোরে, বেগে
দুষ্টু ছেলের ঢিল্‌টি এসে লেগে
ডালের শালিক্‌ পাখী
কাতর স্বরে ডাকি'
পড়্‌লো এসে ভূঁয়ে,
চুঁয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে
রক্ত-ধারা পড়্‌লো তাহার বুক্‌টি ছেয়ে ছেয়ে !
শির্‌টি বেয়ে বেয়ে !

বাজ্‌লো ব্যথা টুন্‌টুনিটির কোমল-কাতর-বুকে,
ঝুঁকে—
দেখ্‌ল—শালিক্‌ খাচ্ছে যেন খাবি ;
এক্ষুনি সে মর্‌বে এবার ভাবি'—
ঝট্‌ করে সে পাশের দীঘির শীতল বারি আন্‌লে ঠোঁটে করে' ;
ধরে'—
জল্‌ খাওয়ালো, ঝাপ্‌টে ডানা কর্‌লে তারে হাওয়া,
ছোট্ট ডানা ছড়িয়ে দিয়ে ধর্‌ল মুখে ছাওয়া

যে করে' হোক বাঁচলো শালিক্‌, উঠ্‌লো তখন জেগে,
টুন্‌টুনিরে সাম্‌নে দেখে বল্লে রুখে রেগে—
—"ওরে লক্ষ্মীছাড়া !—
ঘুম্‌ ভাঙ্গালি !—আচ্ছা তবে দাঁড়া
হদ্দ ভেঁড়ের ভেঁড়ে—"
এই না বলে' উঠ্‌তে গিয়ে চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে তেড়ে

## টুন্‌টুনি

মট্‌কে গেল ঘাড়খানি তার হঠাৎ ভারী দুর্ব্বলতায়,

রাখ্‌বে এবার কে বল তায় ?

হাঁ করে' সে রইলো ভূঁয়ে পড়ে'—

মচ্‌কে গেল মরে'

টুন্‌টুনিটা তারই একটি ধারে

চুপ্‌টি করে' দাঁড়িয়েছিল, বুঝতে নাহি পারে

ব্যাপার কি যে হোলো—

হয়তো বা তার নিজের দোষেই শালিক্‌-পাখী মোলো !

# পথ-চলার গান

[ সাঁওতালী ভাবে ]

তাজা প্রাণে মাদল বাজা উদাস দুপুরে,
ঝিমায় কে হায় এই অবেলায় দাওয়ার উপুরে,—
বাজা বাজা মাদল বাজা,
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা—
"ঝুমুর ঝুমুর" বাজ্‌বে ঘুঙুর পায়ের নূপুরে ;
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা।

রইব না আজ চুপ্‌টি করে' একলা কুটীরে,
মাঠের বাঁকা পথটি ধরে' চলব ছুটি' রে—
মটর ক্ষেতের মধ্য দিয়ে
চল্‌ব মোরা হন্‌হনিয়ে—
মুঠো মুঠো তুলব ক্ষেতের মটর-শুঁটি রে।
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা।

আকুল কোকিল ঢাল্‌বে অঢেল গানের সুধা রে
'সুন্‌সুনিয়া'র হল্‌দে কুসুম ছুল্‌বে ছু'ধারে— ।
আমরা ছু'জন উঠ্‌ব মেতে,
চলব পথে উল্লাসেতে—
ভুলব মোরা বিল্‌কুলি আজ পিয়াস-ক্ষুধা রে ।
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা ।

চলব মোরা ছুল্‌কি চালে আল্‌তো চরণে,
হল্‌দে কাপড় আঁট করে' ভাই থাক্‌বে পরণে,
দূরে—দূরে গগনতলে
দিনের চিতা উঠ্‌বে জ্বলে'—
পাল্টা সুরে গান গা'ব ফের নতুন ধরণে ।
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা ।

সাঁঝের প্রদীপ উঠ্‌বে জ্বলে সকল কুটীরে
ফির্‌বে সবাই, ফিরব না আর আমরা ছুটি রে ;—
সূর্য্যি মামা অস্ত যাবে,
অন্ধকারে পথ মিলাবে
আমরা তবু চলব ছু'টি গুটি-গুটি রে ।
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা

## টুন্‌টুনির গান

বন্‌-মেহেদীর জংলা গাছে ডাক্‌বে পাপিয়া
ওই সুরে ফের জাগ্‌বে গীতি পরাণ ছাপিয়া ;
ঝাপ্‌সা নিঝুম্‌ নদীর ধারে
চল্‌ব রে ঐ নীল্‌ পাহাড়ে—
আ মোলো, তোর চল্‌তে চরণ উঠ্‌ছে কাঁপিয়া !
বাজা বাজা মাদল বাজা
আজ্‌কে মোরা গানের রাজা ।

( মাদল—ধিতাং ধিতাং তুর্‌র্‌ ধিতাং...... )
বাঁশী—তুতু-তু-আ তু-উ উ-উ......

# বাদল-মাদল

এলো ঝড়্-বাদল ধর মাদল গান্ বাজা
ধর তান্ বাঁশীর,— গ্রাম-বাসীর প্রাণ্ তাজা।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
ওই বাঁশ-ঝাড়ে শ্বাস্ ছাড়ে কোন্ বাতুল্ ?
তার নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে মন্ আকুল্।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
ওই গ্রাম-কোণে আম-বনে শব্দ শোন্,
আজ ঝঞ্ঝাতে মন্ মাতে স্তব্ধ মন্—।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
নাহি রাশ্‌মানে আশ্‌মানে মেঘ চপল—;
ওঠে ধান্-ক্ষেতে গান্-মেতে ভেক্ সকল !
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
কে রে মর্ম্মরি' ঝর্‌ঝরি' বন্ কাঁপায় !
বহে পূব বাতাস, খুব সাবাস্, মন্ মাতায়।
( মাদল—ধিন্ তাতা ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
ওই ঝুম্‌কো ফুল্ চুম্‌লো ধূল্, ফুল ঝরে ,—
ডাল্ মট্‌কালো ছট্‌কালো, ধূল্ ওড়ে
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )

## টুনটুনির গান

এলো ঝড়্ বাদল— বর্ষাজল ঝর্‌ছে রে—
এলো ঝড়্ বাদল ঝর্‌ণা-তল্ ভর্‌ছে রে।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
আরো ঝড়্ জাগে— ডর লাগে ? ডর কি তোর !
আরে ঈস্ পাগল, দিস্ আগল— ঘর ভিতর !—
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
এলো বাদ্‌লা ঘোর ; পাগ্‌লা তোর কোন্‌রে কাজ !
ওই সুর্ সুরু ঝুর্ ঝুরু শোন্‌রে আজ।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
সুরু শাল্ বনে তাল্ বনে বাদ্‌লা ঝড়
আজ বৈকালে ঐ তালে মাদ্‌লা ধর্।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা )
গা'রে দিল্ খুলি' ; বিলকুলি প্রাণ্ তাজা—
তোরা গান্ বাজা গান্ বাজা গান্ বাজা।
( মাদল—ধিন্ তাতা, ধিন্ তাতা, ধিন্ ধিন্ তা
বাঁশী—ভূ-আ-ভূ, ভূ-আ-ভূ, ভূ-আ-ভূ...)

# মেঘ্‌লা দিনে

ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই,
বাদ্‌লা দিনের পাগ্‌লা হাওয়া জোর ছুটেছে তাই।
থম্‌থমে ঘোর জমাট্‌ আঁধার,
বাদল বুঝি নামবে এবার ;
হঠাৎ যেন ইল্‌সে-গুঁড়ির আসার আভাষ পাই।
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

গান গেয়ে আজ পাতায় পাতায় মাতায় কেরে ঐ ?
আল্‌সে হয়ে ঘরের ভিতর কেমন করে রই !
পথের পাশে ঘাসে ঘাসে
বাদল দিনের খবর আসে,
শাপ্‌লা ফুলে দুলে দুলে নাড়্‌ছে মাথাটাই ;
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

ঘর পালিয়ে ভোঁদড়, ভুলো বিলের কিনারায়
মাছ ধর্‌তে চুপে চুপে বস্‌লো এসে ঠায় ;
মেঘের ধূসর ফাটল দিয়ে,—
উঠ্‌তে "মামা" ঝিল্‌মিলিয়ে
আবার মেঘের খুঞ্চি-পোষে ঢাক্‌লো সহসা-ই !
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

দোল্-পাত্তা খেলবি কেরে জট্‌লা করে আজ,—
চল্ চলে যাই একটি ছুটে ছাতিম বনের মাঝ ;
ছাতিম গাছের মাথায় ছাতি
তার তলে আজ মাতামাতি ;
রবিবারের ছুটি রে আজ লুটোপুটি খাই— ;
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

"শটী" গাছের বাঁশী বাজায় হাবুল টেঁপু রে—
গড়্‌ছে ভোলা কলাপাতার সবুজ ভেঁপুরে।
নালা ডোবার ধারে ধারে—
ব্যাঙ ডেকে যায় বারে বারে,—
ঝাঁকড়া ঝাউয়ের ঝাড়ে ঝাড়ে গান জাগে শাঁই শাঁই ;
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

মেঘলা দিনের আবেশ লেগে মন্ হোলো চঞ্চল,
'আয় বৃষ্টি' ডাক্‌লো আকুল ছেলে মেয়ের দল ;
নাম্‌বে এবার বৃষ্টি ধারা
গরম যাবে স্বস্তি-ছাড়া,
বসে বসে ব্যাকুল হয়ে বাদলা-গীতি গাই ;
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

গাজন-তলার হাটের শেষে পারুল-ডাঙ্গার ঝিল্—
মেঘের ফাঁকের একটু আলোয় করতেছে ঝিল্‌মিল্—।
মন্ মানে না একটু বারণ—
আয়রে গণেশ, আয় নিবারণ,

## মেঘ্লা দিনে

তেপান্তরের মাঠের শেষে উধাও হ'য়ে যাই।
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

শোন্ দেখি ওই ! ওই যে দূরে ঝর্-ঝরানির গান্—
আস্লো বাদল, আদুল্ গায়ে কর্ব রে আজ স্নান-
"টাপুর টুপুর" নাম্লো ধারা
আম্লকী বন কেঁপেই সারা,
হাততালি দ্যায় খেজুর শাখা খুশীর সীমা নাই।
ভোরের বেলা উঠেই দেখি মেঘ করেছে ভাই।

# জংলা-সুর

বন্-পাহাড়ী, জংলা ভারী
আংলা-বুড়োর দেশ,
উঁচু নীচু ঘাসের জমি
—পথের নাহি শেষ।
ফাগুন বেলা শেষ হয়ে যায়
আগুন-হাওয়া বয়—
সন্ধ্যা-রেতে জাগ্‌তে পারে
ভূত্‌ পেরেতের ভয়!
স্কন্ধ-কাটার নাম শোনা যায়
অন্ধকারেই ভাই,
মাম্‌দো-দানোর ভয় এড়িয়ে
জল্‌দি চলো তাই।
জংলা দেশের ঠিক্ কি বল!
মঙ্গলা ভায়া জল্‌দি চল্
জল্‌দি চল।.........

জংলা সুর

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

ডাইনে রঙীন রঙন্-কুসুম,
তাই নে তুলে ভাই,
বোনের খোঁপায় সাজ্‌বে তোফা,
বাড়বে বাহার তাই।

এই যে পাশে ঝাড়ের ঘাসে
বেগ্‌নী বুনো ফুল—
বোনের কাণে বনের ফুলে
ঠিক্ ইরাণী-দুল্।

তাই তুলে নে আল্‌তো করে'
জল্‌দি চলে চল্—
সাঁঝের আগেই পার হওয়া চাই
এই বুনো-জঙ্গল।

জংলা দেশের ঠিক্ কি বল—
মঙ্গলা ভায়া জল্‌দি চল্
জল্‌দি চল্।.........

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

ঘূর্ণি হাওয়ার ঝট্‌কা লেগে
ঝর্‌লো পাতার দল্—।
ঘূর্ণি হাওয়ার ঘুরণ পাকে
মন্ হোলো চঞ্চল।

টুন্‌টুনির গান

শালের বনে ডালে ডালে
কাঁপন লেগে যায়—
কোন্ উদাসী পলাশ-তলায়
ভীম্‌-পলাশী গায় ?

ল্যাজ্-ঝোলা ঐ কুবোর-দলে
কর্‌ছে কোলাহল—
হল্‌দি গাঁয়ের পথ্‌টি ধরে'
জল্‌দি চলে চল্ ।

জংলা দেশের ঠিক্ কি বল্—
মঙ্গ্‌লা ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্ ।.........

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

ঝরা পাতায় পথ ঢেকেছে,—
হায় হোলো মুশ্‌কিল—
শিরশিরিয়ে উঠ্‌ছে দূরের
'শিরশিরিয়ার ঝিল্' ।

ওরই পাশের মাঠ্‌টি যেন
জানা জানা ঠিক্—
ছোট্‌কু মাঝির ভিটে ছিল
ওরই কোনো দিক্ ।

এম্‌নি দিনে ছোট্‌কু মাঝি
বাঘের পেটে যায়—

জংলা সুর

এম্‌নি দিনে, এম্‌নি বেলায়,
এম্‌নি নিরালায়।

জংলা দেশের ঠিক্ কি বল্—
মঙ্গ্‌লা ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্।.........

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

মরা-নদীর চরায় কাঁদে
অধীর কবুতর—
ঘূর্ণিপাকের দূর্বিবপাকে
ভাঙ্গ্‌লো যে ওর ঘর।

হুম্‌কি শোনো হুতুম্-থুমোর
ফুলিয়ে ডুমো গাল্,
পালায় দূরে বন্-ফেরারী
'হুঁড়ার' ফেরু-পাল।

বট্-মহুয়ার তলে তলে
"হুয়া হুয়া" রব,
খ্যাঁক্ খ্যাঁকিয়ে উঠ্‌ছে দূরে
খ্যাঁক্-শেয়ালী সব!

জংলা দেশের ঠিক্ কি বল্,
মঙ্গ্‌লা ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্।.....

### টুনটুনির গান

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং—
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

ঐ দেখা যায় ধূসর পাহাড়
"ভাতুই বুঢ়ু" নাম।
বন্ পেরিয়ে, ভয় এড়িয়ে
চল্‌রে অবিরাম—।
কর্‌লে দেরী মা-বোনেরা
ভেবেই হবে খুন্—
যত্ন করে রেখে দেছেন
পান্তা-ভাত আর নুন্।
মুর্‌লী বাজা জোর্‌সে ভায়া,
মাদ্‌লা বাজাই জোর—
পৌঁছে যাব গাঁয়ের ঘরে
সাঁঝ্ না হতে ঘোর।
জংলা দেশের ঠিক্ কি বল্—
মঙ্গ্‌লা ভায়া জল্‌দি চল্—
জল্‌দি চল্।

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

ভাইয়া বাজা মুর্‌লী মধুর—
ভাব্‌না কিছু নাই—
মাদল্ বাজাই সঙ্গে আমি,
চল্‌রে তালে ভাই।

জংলা সুর

আংলা-বুড়ো বনের রাজা
করব্ তারে জয়,
দুষমন্ সব থাক্‌বে দূরে—
আর বা কারে ভয় ?
বেলা-শেষের লালিম্ আভা
রাঙ্‌লো গগন-তল,
হল্‌দি-গাঁয়ের পথটি ধরে'
জল্‌দি চলে চল্ !
জংলা দেশের ঠিক্ কি বল্,
মঙ্গলা ভায়া জল্‌দি চল্
জল্‌দি চল্।..........

( মাদল—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং-
বাঁশী—তুতুর্ তু আ উতুর্ তু আ তুতুর্ তু আ তু...... )

# চাঁদ্‌নী-রাতে

চাঁদ উঠেছে নিঝুম রাতে
অশথ্‌ গাছের আড়ে,
ঝিল্‌মিলিয়ে ঝিলের বারি
উঠ্‌ছে বারে বারে।
অথির বাতাস পাতায় কাঁপায়,
দোলন্‌ লাগে চাঁপায় চাঁপায়,
সুর-হারা ওই ঝিল্লী হাঁপায়
হাস্‌না-হানার ঝাড়ে,
চাঁদ উঠেছে নিঝুম রাতে
অশথ্‌ গাছের আড়ে।

দিগন্তরের রেখায় রেখায়
আলোয় মাখা-মাখি,
জ্যোৎস্না-মাতাল চক্রবাকের
আকুল ডাকাডাকি।
ঝোপ্‌-কিনারে ফড়িং ঘুমায়;
জাগ্‌ল তারা আলোর চুমায়,
চাঁদ্‌নী-রাতের সুর মূরছায়
সবুজ মাঠের পারে;
চাঁদ উঠেছে নিঝুম রাতে
অশথ্‌ গাছের আড়ে।

## চাঁদ্‌নী-রাতে

খিল্‌ দেওয়া ঐ আঁধার ঘরে
সুপ্তি-মগন কে রে ?
দুয়ার ধারে চন্দ্র-লোকের
ডাক্‌ এসেছে যে রে ।—
বন্ধ কেন অন্ধ-কারায় ?
ডাক্‌ দিয়েছে লক্ষ তারায়,
সুপ্তি ছেড়ে আয় চলে আয়
মুক্ত মাঠের ধারে—
আলোর ঝোরায় স্নান করে আজ
ধন্য হয়ে যা'রে ।

# আবার আলো ঝল্‌মলালো

আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আবার ধরা আকুল-করা আলোর আমেজ মাখে মাখে।
উষার আলো আকাশ চিরে ঠিক্‌রে পড়ে বিশ্ব ঘিরে,
কাঁচা রোদের ঝিলিমিলি পাতায় পাতায় শাখে শাখে ;
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

রঙীন ফুলের ফুলঝুরি আজ গুল্‌বাহারী গাছে গাছে,
ফুরফুরে বায় সুড়সুড়ি ছায় ফুল-কুঁড়িরা নাচে নাচে।
মৌমাছিরা হেনার ঝাড়ে মৌ-বাটিতে চুমুক মারে ;
ঘুম্‌-কুঁড়িদের ঘুম্ ভাঙাতে চুম্‌-কুড়ি ছায় ঝাঁকে ঝাঁকে
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে

শিউলি ফুলের বোঁট্ খসেছে, পড়্ছে ঝরে চুপে চুপে,
পথের পাশে সবুজ ঘাসে ঐ জমেছে স্তূপে স্তূপে,
সাম্‌লে চলিস্, মাড়াস্ না রে, আয় চলে আয় একটি ধারে,
আল্‌গোছে আয়, কুড়াই আজি, সাজাই সাজির থাকে থাকে,
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

শালুক-ফুলে ঠোকর মারে শালিখ পাখী মাঝে মাঝে,
ঢুল্ ধরেছে তার নয়নে মৌ-মদিরার ঝাঁঝে ঝাঁঝে।
প্রজাপতির অথির পাখা দায় হোলো তায় সাম্‌লে রাখা,
দোলন্ লাগে কাশের রাশে, দোলায় মাথা লাখে লাখে,
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

পাতার পাশে পারুল হাসে, কেয়ার কলি ফোটো ফোটো–
ও মালতী, ভোর হোলো ভাই, চোখ মেলে চাও, ওঠো ওঠো,
হাওয়ায়-কাঁপা চাঁপার শাখে উদাস সুরে দোয়েল ডাকে,
আবেশ লাগে কোয়েল-বধূর ঢুলু ঢুলু আঁখে আঁখে,
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

জান্‌লা কপাট দে খুলে দে, ঢুকুক আলো ঘরে ঘরে,
নাশুক আঁধার, হাসুক আলো, আসুক হাওয়া থরে থরে।
টাট্‌কা হাওয়া, টাট্‌কা আলো মন-মরাদের লাগ্‌বে ভালো,
জড়ের মতন ঘরের ভিতর কে ঐ নয়ন ঢাকে ঢাকে!
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

পল্‌কা মেঘের মোহন ভেলায় মন চলে যায় ভেসে ভেসে
হাল্‌কা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় স্বপন-হাওয়া দেশে দেশে—
কেউ জানে না যার ঠিকানা পথের খবর নাইক জানা—
রং-তুলিতে কল্পনা মোর আল্‌পনা তার আঁকে আঁকে
আবার আলো ঝল্‌মলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

## টুন্‌টুনির গান

বাটের বাউল বাজায় বীণা, পথের পথিক চলে চলে
ঘর-ছাড়াদের মন মেতেছে, ঘর ছেড়েছে দলে দলে।
দূরের সবুজ মাঠটি জুড়ি' আলোয় ছায়ায় লুকোচুরি—
কোন্ উদাসী বাজায় বাঁশী ভরা নদীর বাঁকে বাঁকে—
আবার আলো ঝলমলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

আবার আলো ঝলমলালো শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
উল্‌সে ওঠে উল্লাসী মন— আর কি ঘরে থাকে থাকে!
ঝল্‌মলালো শরৎ-ভোরে প্রাণ যে আমার আকুল করে·
হাত্‌ছানি দ্যায় আকাশ বাতাস শাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

# পূজার বাজার

আজি এই পূজার দিনে,
যা' খুশী আন্‌তে কিনে
মা দিলেন পয়সা আমায়,—
নিয়ে তাই রাস্তা চলি—
আমি আজ কৌতূহলী
কি কিনি ভাব্‌ছি তা' ঠায়।

বাজারে গেলাম চ'লে
দেখি ভাই সদল বলে—
কত লোক কর্‌ছে বাজার,—
কত কি কিন্‌ছে আসি'—
খেলেনা পুতুল-বাঁশী,
কত সব হাজার হাজার।

কেহ বা কিন্‌ছে সরেশ—
বুঁদিয়া ক্ষীর দরবেশ—
কত কি কিন্‌ছে মিঠাই
আমারে সাম্‌নে দেখে—
দোকানী বল্‌ছে হেঁকে
বাবু সা'ব তোমার কি চাই ?

## পূজার বাজার

কি কিনি ভাব্‌ছি আমি,
কত কি সস্তা দামী
দেখে সব চক্ষু ধাঁধায়।
ঝমাঝম্‌ বাজ্‌ছে কাঁসর
জমেছে মায়ের আসর
আবেগে গড় করি' যায়।

ও পাড়ার হাবুল্‌ গানুশ্‌
কিনেছে লাট্টু ফানুস্‌
আমারে দেখায় এসে।
বোঁ করে' লাট্টু ঘুরায়—
নিমেষে ফানুস্‌ উড়ায়
দেখে সব মরছে হেসে।

অদূরে একটি ছেলে—
সকরুণ চোখ্‌টি মেলে·
রয়েছে মুখ্‌টি নীচু।
মিনতির কাঁদন সুরে
বলে সে হাত্‌টি জুড়ে'
"বাবু দে ভিক্ষে কিছু,— "

"সারাদিন খাইনি যে গো·
দু' মুঠি ভিক্ষে দে গো
মরি যে ক্ষুধার জ্বালায়—"

## পূজার বাজার

আহা তার শরীর কাঁপে
আঁখি-জল নয়ন ছাপে
কথা তার কাঁপ্‌ছে যে হায়।

গায়ে তার ছিন্ন বসন—
অঝোরে ঝর্‌ছে নয়ন
মেখেছে পথের ধূলি ;
দেখে তাই ভিড়্ ঠেলে, ভাই
আমি তার সামনেতে যাই,
দিনু তায় পয়সা গুলি।—

কিনে আজ খেলনা শত
যে টুকু স্ফূর্ত্তি হোতো
সে টুকুর মূল্য কি ভাই ?
আজি এই ক্ষুদ্র দানে
যা প্রীতি জাগছে প্রাণে
আহা তার মূল্য যে নাই !

শুনে মা উল্লাসে কয়
"ওরে তুই আমার তনয়—
এ কথা ভাব্‌তে মনে,
পুলকে বুক ভরে যায় !
ওরে তুই আয় বুকে আয়
পেয়েছি শুভক্ষণে।"

# শীতের গীত

ঠক্ ঠকা ঠক্ হাড়-কাঁপানি

যায় বুঝি হায় প্রাণ্‌টা ;

উত্তুরে বায় বইছে তোড়ে

বাপ্‌ কি ভীষণ ঠাণ্ডা !

সন্ধ্যা ঊষায় হিম্ কুয়াসায়

বিশ্বখানি ঢাক্‌ছে ;

সর্দ্দি লেগে হদ্দ লোকে

"হ্যাঁচ্চো" করে' হাঁচ্‌ছে ।

কন্ কন্ কন্ ঠাণ্ডা হাওয়ায়

হাত্‌ পা ফেটে চুর্ চুর্—

ঠাণ্ডা লেগে কান্‌টা টাটায়

প্রাণ্‌টা করে সুড়্‌ সুড়্‌ ।

গাছ-পালা সব শিউরে কাঁপে

শীতের দাপে বিল্ কুল্

ঠাণ্ডা জলে নাইতে গেলে

চক্ষে দেখি তিল্ ফুল্ ।

ছেলের দলে চুপ্‌টি করে'
লেপ্‌ জড়িয়ে চিত্‌পাত্‌
ঢং ঢং ঢং আটটা বাজে
নাইক তাতে দৃক্‌পাত্‌।
ঝাপ্‌ড়া ঝোপের ঝুম্‌কো ঝাড়ে
কোকিল বুঝি ডাক্‌লো ?
অন্তরে তার বসন্তের-ই
আমেজ বুঝি লাগ্‌লো ?
আর কেন ভাই, দিন পনেরো
থাক্‌ না সয়ে' কষ্ট ;
ফাগুন রাণীর আগুন-হানায়
শীত্‌টি হবে নষ্ট।

# বনের নিরালায়

ঘুমাও ঘুমাও রাখাল ছেলে গাছের তলাতেই,—
শ্রান্ত বুঝি চরণ তোমার,—ক্লান্ত চলাতেই ?
দুর্ব্বা-ঘাসের সবুজ শ্যামল, কোমল বিছানায়
ঘুমাও ঘুমাও রাখাল্ ছেলে বনের নিরালায়।
ঘুম্ পাড়াতে প্রকৃতি মা দিলেন পেতে কোল—
ঘুমাও, ঘুমাও রাখাল ছেলে, করবে না কেউ গোল।

রাখাল ছেলে ছায়ায় শুয়ে আঁচল পেতে তার
শুন্‌ছে যেন বাজ্‌ছে বাঁশী ধানের ক্ষেতে কার !
উত্তরী বায় দোলায় উতল্ উত্তরীয় খান্,—
শুন্‌তে পেলে দূর এলেকার অড়োহরের গান।
আশে পাশে ঘাসের ফুলে ফড়িং দোলা খায়,—
প্রজাপতির রঙিন্ ঘুড়ি কোথায় উড়ে যায় !

কেউ জানেনা তার ঠিকানা, কেউ রাখেনা খোঁজ,—
কার তরে ভাই ঝিঁঝির দলে গুম্‌রে মরে রোজ !
ওপার হতে ডাক্‌ছে ঘুঘু একঘেয়ে তার স্বর—
এপারে তার প্রতিধ্বনি জাগ্‌ছে নিরন্তর।
ভিন্-গাঁ দেশের চাষার মেয়ে আলের পথে যায়,—
রাখাল ছেলে আবেশ-চোখে মিটির্ মিটির্ চায়।

এপার ওপার দুই-গাঁ প্রদেশ,—মধ্যে নদী বয়
শাদা কাপড় জড়িয়ে গায়ে বালুর চরা রয়।
সর্ষে ফুলের সোণার টোপর পড়লো রে কোন্ বর,—
নতুন কনের লাল্‌চে চেলী দুল্‌ছে ক্ষেতের 'পর।

## বনের নিরালায়

শালের বনে দোল্ দিয়ে যায় দামাল্ ছেলে কোন্,
ভেবে ভেবে রাখাল ছেলের আকুল হোলো মন।
কালো কালো পাথর-পাশে পাথর-কুচির ঝাড়,—
তারই ঝোপে টুন্‌টুনিটা মুখ করেছে বার।

ডানায় তাহার ওড়ার নেশা প্রথম যেন আজ—
ভাব্‌ছে মনে উধাও হ'বে নীল আকাশের মাঝ।
ঐ যেখানে বক্ উড়ে যায়, খায় চিলে ঘুর্‌পাক্—
ঐ যেখানে সবুজ টিয়ের মাতাল-করা ডাক্—
ঐ যেখানে মেঘের ভেলা হাওয়ায় ভেসে যায়,—
ভাব্‌ছে টুনি সাঁতার কাটে ঐ আকাশের গায়।

দুষ্টু মা তার কোথায় গেছে,—ভুলিয়ে রেখে, ছাই,—
শুন্‌বে না সে মায়ের মানা, চল্‌বে উড়ে, ভাই।
নীড়্-ছাড়া আজ প্রথম টুনি,—জাগ্‌ছে আবার ভয়—
ওড়ার নেশা মনেই চেপে ঝোপের আড়েই রয়।
সোণার ধানে পেট্‌টি ভরে'—ঠাণ্ডা করে' প্রাণ—
আল্‌তা-পাটি সিমের ঝাড়ে—শালিক গাহে গান্।
ঝরে' ঝরে' শিউলী এবার বিদায় নিয়ে যায়
শিউলি ফুলের আসন এবার শিরীশ-ফুলে চায়!
রাখাল ছেলে দেখ্‌ছে চেয়ে,—লাগ্‌ছে চোখে ঢুল,
মুখের উপর পড়ছে উড়ে দীঘল্ কালো চুল।
বাঁশের বাঁশী পাশেই পড়ে'—বাজায় না সে আর,
পাখীর সুরে বাঁশের বাঁশী হার মেনেছে তার।

# ভোম্‌রায় গায়

শোন্‌ ওই—গুন্‌ গুন্‌
ভোম্‌রায় গায়—
ওলো গুল্‌বিবি, ফুল্‌রাণী
তোমরা কোথায় ?
শোনো ভোম্‌রায় গায়।
ঘুরে দারু-বীথিকায়
তারা চারু গীতি গায়
ওই গুঞ্জন ভেসে আসে
হাওয়ায় হাওয়ায়।
শোনো ভোম্‌রায় গায়।
পউষ উষায় আজ হিম্‌ ঝরেছে,—
তারা ঝিম্‌-লাগা নিম্‌ ফুলে মৌ চুঁড়েছে
তারা গান জুড়েছে।
তারা ঘুম্‌ ভাঙালো,
মহা ধুম্‌ লাগালো,
স্নেহে চুম্‌ খায় ঘুম্‌-যাওয়া
ঝুম্‌কো গাঁদায়।
শোনো ভোমরায় গায়।

## ভোমরায় গায়

গগনের গায় লাল ছোপ্ লাগেনি<br>
ওরে ঢুলু ঢুলু চোখ কার—ঘুম্ ভাঙেনি !<br>
কার ঘুম্ ভাঙেনি !<br>
পাস্ গীতের আভাস্ ?<br>
বয় শীতের বাতাস,<br>
আসে হাস্না-হানার বাস<br>
হাওয়ার বাওয়ায় ।<br>
ওই ভোমরায় গায় ।

জাগো জাগো ফুলরাণী ঘুমাস্ নে লো<br>
ছাখ্ তোর দোরে আজ ভোরে অতিথি এলো,<br>
ওই অতিথি এলো ।<br>
তারা ভৈরবী গায়,<br>
তোরা কৈ রবি', হায়—<br>
আহা খোঁজাখুঁজি করে' বুঝি<br>
ফিরে চলে যায় ।<br>
শোন্ ভোম্রায় গায় ।

ঝর্ ঝর্ ঝরে মৌ মউয়া-বনায়<br>
তাই মৌমাছি লুটে নেয় কণায় কণায়<br>
নেয় কণায় কণায় ।<br>
কেরে জর্দ্দা ভোরে<br>
নীল পর্দ্দা তোড়ে !<br>
ওই রং জাগে গগনের<br>
নীল্ পর্দ্দায়,—<br>
শোনো ভোমরায় গায় ।

শোনো ভোম্‌রায় গায় !
ওই পুষ্পে লতায়—
তার মধু-গুঞ্জন—
আজ হরে প্রাণ্‌ মন্‌।
যেন ওস্তাদে গায়
বীণে মীড়্‌ খেলে যায়।
তারা নৃত্য করে
তাতে চিত্ত হরে,—
তার প্রাণে কি আশা ?
চির মৌ-পিয়াসা।
ফুলে তাই ছুটে যায়
তুলে আনন্দে মৌ লুটে
পিপাসা মিটায়।
আর গুন্‌ গুন্‌ এন্তার
গুণ তার গায়।
সাথে রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌
ঘুঙুর বাজায়,
শোনো ভোমরায় গায়
শোনো ভোমরায় গায়।

# হলুদ্ চাঁদ

"বুবুদিদি তুই চাঁদ দেখেছিস্ ?"—উমা ডেকে বলে দিদিরে তার,—
ঝিমি ঝিমি সাঁঝে ঝিঁঝির আসরে রিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার।
নিঝ্‌ঝিম্ পাড়া,—হিম্ সিম্ লাগে—ঢিমে হিম্-হাওয়া গান্ শোনায়,
রাঙা চাঁদা-মামা ওই দিল হামা, সাঁঝ্-আকাশের এক কোণায়।
"চাঁদ দেখে যাও,—ঈস্ কত বড়!" উমা ডাকে—"দিদি দেখ্‌বি আয়!
মহুয়ার ডালে পাতার আড়ালে ওই বুঝি মামা আট্‌কে যায়!"
মা ডেকে বলেন—"উমা আয় আয়, লাগাস্‌নে হিম্, খেয়ে যা দুধ—।"
উমা বলে—"মাগো, আগে দেখে যাও,—চাঁদের যে আজ গায়-হলুদ্।
চাঁদা-মামা সে তো তোমারই ভাই মা, তাই মা তোমায় খোঁজে বুঝি,
পৃথিবীর যত বোন্ আছে তার—আজ্‌কের সাঁঝে ফেরে খুঁজি'।
—এসো মা দৌড়ে, বুবুদিদি আয়,—চাঁদা-মামা দেয় হাত্‌ছানি,"
ঝিলিমিলি আলো বিলিয়ে বিলিয়ে মেতে ওঠে যেন রাতখানি।

ধোঁয়া জমে আসে এপাশে ওপাশে, কুটিরে কুটিরে জ্বলে আগুন্—
জড়ো সড়ো হ'য়ে জমে চারিপাশে চাষাদের ছেলে কেঁপে যে খুন্।
চাষার ছেলেরা গান ধরে আর চাষার মেয়েরা ধরিছে ভুল,—
চাষার মেয়েরা নাচে দুলে দুলে—চাষার ছেলেরা হেসে আকুল।
সুর ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায়, হাসি আর গান শোনা যে যায়,
দাওয়ায় দাওয়ায় গরীব চাষীরা সুখ্-টান টানে ডাবা-হুঁকায়।
দূরে কোথা জানি মাদল বাজেরে—হয় বুঝি কোথা ঝুমুর নাচ্,—
আলোর রসেতে চুর্ চুর্ হোলো মহুয়ার শাখা ডুমুর গাছ।

পিছনে আঁধার ডাহিন বাঁ-ধার ফিকে করে আনে হলুদ্-চাঁদ,
কালোর ঝালর তুলে ঝল্‌মল্ হেসে ওঠে যেন দূরের বাঁধ।
ঝাউ-শাখা দোলে—বায়ু হিল্লোলে—লাউয়ের মাচায় আলোর ঢেউ,
এদিকে আঁধার ওদিকে আলোক—এমন দেখেছ তোমরা কেউ ?
চিকন্ কলার পাতায় পাতায় আলো ঢল্ ঢল্ পিছ্‌লে যায়—
তাই তাড়াতাড়ি সাঁতারি' সাঁতারি' কাড়াকাড়ি করে সব্ পাতায়।
কাঁথায় জড়ানো ঝিয়ের মেয়েটা ঢুলে ঢুলে পড়ে আঙিনাতে,
ওরো বুঝি আজ আবেশ লেগেছে, ঘুম ছেয়ে আসে আঁখি-পাতে।

বড়্‌দা ও ঘরে কি জানি কি লেখে—ছোড়্‌দা দেখিছে ছবির বই—
সেজদা দাওয়ায় গান গায় ব'সে—মেজদা এখনো ফেরেনি কই !
মা বসে রাঁধেন খিচুড়ী ও ভাজা, বুবুদিদি ভাজে আলুর চপ্—
ঠান্‌দি ওদিকে মালা নিয়ে বসে' ইষ্টদেবের করেন জপ্।
চাঁদার আমেজে বাঁধা পড়ে গেছে—ধাঁধায় পড়েছে উমাটা আজ,
তাই সে লাফায় "আয়, আয়, আয়"—পউষের হিমে, সারাটা সাঁঝ,
"আধা-আধি চাঁদা উঠেছে এবার—মামার যে আজ গায়ে হলুদ্,—
ওমা ছুটে এসো,—যাও, না-ই এলে, কক্ষণো আজ খাবনা দুধ।"
ঝিমি ঝিমি সাঁঝে ঝিঁঝির আসরে ঝিমি ঝিমি ঝিমি বাজে সেতার-
"লক্ষ্মীটি দিদি আয় আয় আয়"—উমা ডেকে বলে দিদিরে তার।

# হারানো সুর

শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই জাগ্‌লো স্মৃতি ছেলেবেলার—
হারানো সুর আস্‌ছে ফিরে সেই কবেকার ছেলেখেলার।
হারিয়ে-যাওয়া সেই সে তীরে
আবার যেন এলাম ফিরে—
রূপ-কথারি রূপোর দেশে, সোয়ার হ'য়ে মনের ভেলার।
শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই জাগ্‌লো স্মৃতি ছেলেবেলার।

পাতার লুচি কাদার ভাতে স্বাদ পেয়েছি কত মধুর—
ভাসিয়ে সে সব কালের স্রোতে, হায় এসেছি আজ কত দূর!
সমান্‌ প্রীতি সবার সনে,
আপন ছিল সকল জনে,
কোনোই তফাৎ ছিল না ভাই, সোণার ঢেলা মাটির ঢেলার।
শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই জাগ্‌লো স্মৃতি ছেলেবেলার।

পাখীর ডাকে শুন্‌তে পেতাম ঘর-ছাড়ানো থির-ইসারা
হায়রে আজি লক্ষ ডাকেও তেমন করে ছায় কি সাড়া?
ডাক্‌তো ঘুঘু নিঝুম বনে,
জাগতো রে গান মনের কোণে—
ঘরটি ছেড়ে যেতাম ছুটে স্বরটি শুনে বন-কোয়েলার।
শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই জাগলো স্মৃতি ছেলেবেলার।

স্পষ্ট চোখে দেখ্‌তে পেতাম চাঁদের বুড়ী চরকা চালায়,
দেখ্‌তে পেতাম তারার দেশে কারা এমন প্রদীপ জ্বালায়।
জ্যোৎস্না-ঝরা চাঁদ্‌নী রাতে
আস্‌তো পরী ঘুম্‌ পাড়াতে ;
স্পষ্ট যেন শুন্‌তে পেতাম আওয়াজ তাদের চরণ ফেলার।
শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই জাগ্‌লো স্মৃতি ছেলেবেলার।

সন্ধ্যাবেলা জ্বল্‌তো ঘরে মাটির প্রদীপ মিটির্‌-মিটির্‌,
ভাইবোনেরা গলাগলি,—কতই সোহাগ স্নেহ-প্রীতির।
মায়ের মুখের গল্প শুনে'
কল্পনারি জাল্‌টি বুনে
ঘুমিয়ে যেতাম মায়ের কোলে, নয় সে স্মৃতি অবহেলার ;
শিউলী ফুলের গন্ধে রে ভাই, জাগ্‌লো স্মৃতি ছেলেবেলার।

হায়রে আজি নাইরে সেদিন, পাইনা খুঁজে কোনখানেই ;
স্বর্গ নেমে যেদিন রে ভাই, কইত কথা ধরার কানেই ;
হঠাৎ দেখি ভোরের বেলা,
শিউলী ফুলের মোহন মেলা,
গন্ধে তাহার অতীত স্মৃতি মন টেনেছে আজ একেলার—
আবার যেন এলাম ফিরে স্বপন-যুগে ছেলেবেলার।

# নব-হিল্লোল

সহসা সেদিন রজনীর শেষে
দেখিনু নয়ন তুলে—
দিগ্‌ দিগন্তে ঘন-কুয়াসার
আবরণ গেছে খুলে।
জড়িত-নয়ন মুছি' বারবার
আলো ঝল্‌মল্‌ দেখি চারধার,—
সহসা একি এ নব-হিল্লোল
আমার পরাণে দুলে,—
দেখিনু' নয়ন তুলে।......

কোরাণ-পুরাণ এক হ'য়ে গেছে
বাজে মৈত্রীর বাঁশী!
কাশী এসে যেন সহসা দাঁড়ালো
মক্কার পাশাপাশি—।
ব্রজ-রজঃ-রেণু উড়ে উড়ে এসে
হেজাজের পূত পথ-ধূলে মেশে,—
ঊর্ম্মি-উছল্‌ গঙ্গা মিলিল
'ফোরাত' নদীর কূলে।
দেখিনু নয়ন তুলে।......

ফকির ফুকারে আজান্ আজিকে
দূরে কোন্ দরগায়,—
শিব-মন্দিরে 'হর হর ব্যোম্—'
সেই রবে মিশে যায়।
হাজী সন্ন্যাসী, সাধু ও ফকির
বাঁধ ভেঙে ফেলে নিজ গণ্ডীর ;
চিতার ভস্ম উড়ে এসে মেশে'
কবরের কালো ধূলে।
দেখিনু নয়ন তুলে।...

নাহি হানাহানি, নাহি রাহাজানি—
শুধু জানাজানি, ভাই,—
এর প্রাণে বাজে ওর সঙ্গীত,—
কোনো গোলযোগ নাই।
চিত্ত-তীর্থ এই তো হেথায়—
দেবতা-মানব এক হ'য়ে যায়,—
প্রাণের-দেউল সদা মশ্গুল্
প্রেম-ধূপ্-গুগ্গুলে—।
সহসা সেদিন রজনীর শেষে
দেখিনু নয়ন তুলে।.....

# চল্ রে পথে কিশোর-দল

চলুক্ পথে কিশোর-দল,
জ্বলুক্ ওদের শিরায় শিরায়
রক্ত-তরল লাল অনল ;
ভীম্ ভৈরব সুর-যোগে
তূর্য্য বাজাক্ দুর্য্যোগে,
জাগাক্ প্রাণের সূর্য্যকে,
টুটিয়ে মনের মেঘ-মাদল।
চলুক্ পথে কিশোর-দল।

খোশ্-খেয়ালে পথ চলুক্
আপন তেজে জোর জ্বলুক্,
স্থবির যারা যাই বলুক্,
মানিস্‌নে ছাই মিথ্যা ছল
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

সাম্‌নে তোরা রাস্তা নে—
ঝাণ্ডা উড়ুক্ আশ্‌মানে—
জাগ্‌বে কেন ত্রাস্ প্রাণে ?
ঝর্‌বে কেন অশ্রুজল ?
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

প্রাণের নেশায় মত্ত হোক্—
লক্ষ্য ওদের সত্য হোক্,
সাবাস্ দেবে মর্ত্ত্য-লোক,
টুট্‌বে পায়ের ওই শিকল।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

কিশোর তোরা সাঁচ্চা ভাই,
নাইকো এতে বাছ্-বাছাই,
গান গেয়ে যা আচ্ছা তাই
দল্‌রে কাঁটা, চল্ চপল্—
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

চল্‌রে নতুন ভঙ্গীতে;
জ্বল্‌রে আপন বহ্নিতে;
বল্‌রে তোরা সঙ্গীতে,
"আমরা নবীন্ বীর সকল"।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

ফ্যাল্ খুলে ফ্যাল্ মান্ধাতার
স্যাঁৎসেতে ঐ বন্ধ-দ্বার,
ছাপিয়ে দিয়ে অন্ধকার,
হাস্‌বে আলোর শ্বেত-কমল।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

কিশোর হ'বার গর্ব্ব ভাই
জাগুক্ মনে সর্ব্বদাই,
করবে না'ক খর্ব্ব তাই,
রইবে খাড়া থির অটল।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

উঠ্‌বে কিশোর উঠ্‌বে রে,
নিশার আঁধার টুটবে রে,
আবার আলো ফুট্‌বে রে—
পূব-গগনেই খুব উজল্।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

*　　　　*　　　　*

আলোয় ধরা ছায়রে ছায়
সুযোগ বুঝি যায়রে যায়—
আয়রে কিশোর আয়রে আয়,
বাংলা মায়ের ভরসা-থল্—।
চল্‌রে পথে কিশোর-দল্।

# খোকা-কবি

খোকা-কবি লেখে কবিতা গান
নীল পেন্‌সিলে, লাল খাতায়,
কিন্তু হায় তা' শুন্‌বে কে !
খাতা ভরে' ওঠে গান-গাথায় ।
বাবা বলে—'চুপ্, সময় নাই' ।
মা বলেন—'থাম্, অনেক কাজ,'
দিদি বলে 'হবে অন্য দিন,
পড়া শোনা আছে অনেক আজ ।'
দাদা বলে 'তোর ন্যাকামি রাখ্,
ধর্ দেখি সূতো, মাঞ্জা দেই,'
মামা বলে—'চোপ্, ইষ্টুপিড্,
গাঁট্টার চোটে প্রাণ যাবেই ।'
হায়রে কবিতা শুন্‌বে কে—
মুগ্ধ হবে কি গুণ্ দেখে !

ও পাড়ার নিলী যায় কোথায় ?
খোকা ডেকে বলে—'শুন্‌বি আয় ।'
বকুলের ছায়ে নিরিবিলি
খোকা-কবি আর নিলী মিলি'
স্তব্ধ দুপুরে এক মনে
খোকা পড়ে আর নিলী শোনে ।

## খোকা-কবি

খোকা পড়ে' যায় কবিতা তার
কত ইতিহাস চাঁদ-তারার,
কত শত কথা অপ্‌সরীর ;
জ্যোৎস্নায় নাওয়া সব পরীর,
বাতাসের দোলা ফুল্‌-বনেই,
পাখীদের গান বন্‌-কোনেই,
স্বপনের দেশে কেমনে যায়
কোন্‌ মন্তরে মন্‌-ভেলায় !

এই সব শুনে কবিতা-গান
গেঁয়ো নিলীটার মুগ্ধ প্রাণ ।
মা-মরা মেয়ে সে কথা না কয়,
ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে রয় ।
হাঁ করে' খোকার মুখ চাহে
খোকা পড়ে' যায় উৎসাহে ।

*　　　　*　　　　*

খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ নিলীটা কই,—
সৎমা এসেছে সন্ধানে ;
মামা ছুটে আসে করিতে খোঁজ,
খোকা-ছোঁড়া গেছে কোন্‌ খানে !
খাতা ছুঁড়ে ফেলে হায় খোকার,
দুম্‌ দাম্‌ পিঠে কীল্‌ পড়ে,
সৎ-মা গালীতে ভূত ভাগায়,
নিল' নিলীটার চুল্‌ ধরে' ।

# আমি যেন ভাই চৈতের হাওয়া

আমি যেন ভাই চইতের হাওয়া
ফুর্‌ফুর্‌—
ভেসে ভেসে ফিরি, ঝিরি ঝিরি ঝিরি
ঝুর্‌ ঝুর্‌!
এখানে সেখানে ভেসে চলে যাই,
দিল্‌-দোল্‌—
গাছে গাছে জাগে আকুলি বিকুলি
হিল্লোল।
চাঁদ-কবি লেখে জ্যোৎস্নার গান
রাত-ভোর্‌—
সেই আলো-গানে বিলোল্‌ বিভোল্‌
প্রাণ মোর।
কুশল শুধাই কচি কিশলয়ে
বার বার,
খোঁজ করে' ফিরি—এখানে সেখানে
চার ধার।
কলার বাগানে কলা-বউ ডাকে
—আয়, আয়—
নব-হিল্লোলে কচি পল্লব
গান গায়।

আমি যেন ভাই চৈতের হাওয়া

মিঠে মহুয়ার মৃদু বাস ভাসে
সন্ধ্যায়—
দুলে' দুলে' যেতে ঢুলে ঢুলে পড়ি
তন্দ্রায়।
জোনাকী মেয়েরা দীপ জ্বালে ব'সে
জ্বল্ জ্বল্—,
শিশির ফোঁটার সাত্-নরী হার
ঝল্‌মল্।
ঝিমানো ঝিঁঝিঁর থেমে গেছে ভাই
এস্‌রাজ;
গায়ক ভোমর্ যেন ছেড়ে গেছে
দেশ আজ।
নিদালু অলিরা ঢুলে ঢুলে পড়ে
ফুল-গায়;
পলাশের গায়ে রাঙা প্রজাপতি
ঢুল্ খায়।
আলিপনা-আঁকা আঙিনায় ঝরে
ফুল-রাশ,
তাই দেখে মোর মনে মনে জাগে
উল্লাস।
তুলসী-তলার নিবু নিবু দীপ
উল্‌সায়—
তা'র কাঁপা দেখে, কাঁপন ধরেছে
উল্‌কায়।

## টুন্‌টুনির গান

মিট্ মিটে 'তারা' তারাও যেন রে
ঠিক তাই,
আকাশে হাজার তুলসী-তলার
দীপ ভাই।
রজনী-গন্ধা তন্দ্রা হারালো
বিল্‌কুল্—
জ্যোৎস্নার আলো বুকেতে জড়ানো
যূঁই ফুল।
ফুল্-কলিদের ঢুল্-লাগা-চোখ
ঘুম্ ঘুম্,
গাছ-মা বাজায় পাতা-ঝুম্‌ঝুমি
ঝুম্‌ঝুম্।
জ্যোৎস্নার গানে শীস্ দ্যায় ওই
ধান্-শীস্;
মাদারের তলে আঁধার জড়ালো
মিশ্ মিশ্।
আমি যেন ভাই চইতের হাওয়া
ফুর্ ফুর্
ভেসে ভেসে চলি, ঝিরি ঝিরি ঝিরি
ঝুর্ ঝুর্।
আম-বউলের কস্তুরী মাখি
গায় মোর,—
বাঁশের পাতার ঘুঙুর বাজিছে
পায় মোর।

আমি য়েন ভাই চৈতের হাওয়া

ফুল-পরাগের আবীর ছড়াই
সব্‌রাত—
ঝরা-পাতা আর ঝরা-ফুলে ছায়
সওগাত্‌।
কাক্‌-জ্যোৎস্নায় ভোর ভেবে আজ
দাঁড়্‌কাক
বিভোল্‌ বিভোর ভোরের নেশায়
ছায় ডাক্‌।
হাস্নুনা-হানার বাস ভেসে আসে
ভুর্‌ ভুর্‌—
আমি যেন ভাই চইতের হাওয়া
ফুর্‌ ফুর্‌।

# ঘূর্ণি-হাওয়া

ঘুর্ণি হাওয়া, ঘুর্ণি হাওয়া
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভূত্‌,—
ঘুর্ণি হাওয়া শূন্যে ধাওয়া—
কাল-বোশেখীর দূত্‌।
শূন্যে ধূলোর ঝাণ্ডা ধরে'
ঘুর্ণি হাওয়ার চক্রে চড়ে,
চল্‌লো কে ভাই এই দুপরে—
কোন্‌ দানবের পুত্‌?
ঘূর্ণি হাওয়া, ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভূত্‌।—

ঘুর্ণি হাওয়া ঝড়ের খেয়াল
বেদম্‌ খেয়ালী—
ধর্‌তে নারি একটুও ওর
মনের হেঁয়ালী।

হঠাৎ আসে হঠাৎ পালায়—
খোশ্-খেয়ালে চর্কি চালায়,—
নাই ঠিকানা কোন্ খানে যায়
নিতান্ত কিম্ভূত্।
ঘূর্ণি হাওয়া, ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্লা ঝোড়ো ভূত।

এই দুপুরে আমের বনে
একলা গেলি কে ?
হাব্লা রে তুই ডাক্ না পাড়ার
পট্লা নেলীকে।
আম্ ঝরেছে ঘূর্ণি-ঝড়ে—
আয় না সবাই কুড়াই, ওরে—
কুড়িয়ে নিতে আঁচল ভরে'
এবার ভারি জুৎ।
ঘূর্ণি হাওয়া, ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্লা ঝোড়ো ভূত।

আকাশ-গাঙে আস্লো ভেসে
মেঘের ভেলা রে—
ওপার ছেয়ে নাম্লো ছায়া
দুপুর বেলা রে।

টুনটুনির গান

ঘূর্ণি হাওয়া উতল্ পাখায়—
ঠিকরে পথে ডিগ্‌বাজী খায়,
হুল্লোরে জোর যায় ছুটে যায়-
ক্ষিপ্র সে বিদ্যুৎ—
ঘূর্ণি হাওয়া ঘূর্ণি
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভূত্।

নীড়্ ভেঙেছে চড়াই পাখীর
কাতর চোখে চায়,
মৌমাছিদের চাক্ ভেঙেছে—
হায়রে নিরুপায়।
ধূলায় ধূলায় আকাশ ছেয়ে
ধ্বংস-লীলার গান্‌টি গেয়ে
চল্‌ছে ঝড়ী পান্‌সী বেয়ে ;
মন্ করে খুঁৎ খুঁৎ ;
ঘূর্ণি হাওয়া ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভূত্।

ঘূর্ণি হাওয়া, চম্‌কে চাওয়া,-
ধ্বংসেরই ইঙ্গীত্-
ঘূর্ণি হাওয়া, ধম্‌কে যাওয়া,-
রুদ্রেরই সঙ্গীত্।

## ঘূর্ণি হাওয়া

ঘূর্ণি হাওয়ার মোচড়্ পাকে
ফুল ঝরে যায় লাখে লাখে,
মচ্‌কে ভাঙে গাছের শাখে
ডাল্‌-পালা মজ্‌বুত্ ।
ঘূর্ণি হাওয়া ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভূত্ ।

ঘূর্ণি হাওয়া কার জানি ও
গভীর বুকের শ্বাস্ ,—
ঘূর্ণি হাওয়ার গান শুনে আজ
প্রাণ্ করে হাঁস-ফাঁস ।
ঘূর্ণি হাওয়ার চর্‌কা চলে
'বন্ বন্ বন্' বন্‌-বিরলে,—
ভাব্‌ছি বসে কৌতূহলে
কাণ্ড কি অদ্ভুত্ !
ঘূর্ণি হাওয়া ঘূর্ণি হাওয়া
পাগ্‌লা ঝোড়ো ভুত্ ।

# যূঁই তুই দোল্ দোল্

যূঁই দোল্ দোল্<br>
মুখ্ টুক্ তোল্ তোল্ ।<br>
ভোর তোর হয় নাই !<br>
ভাই, নাই ভয় নাই !<br>
নেই সেই ঘোর আর<br>
ঝল্ মল্ ঘর বার ।<br>
দোর তোর খোল্ খোল্,-<br>
তুই দোল্ দোল্ ।

আন্ গান্ গাইবার<br>
আজ কাজ নাই আর !<br>
পিক্ ঠিক্ গায় আজ<br>
কোন্ বন্ -ছায় আজ ?<br>
আর বার শোন্ তুই<br>
ওঠ্ ফোট্ বন্-যূঁই ।<br>
লাল্ ভাল্ নভ্ গায়,<br>
ঝিক্ মিক্ সব তায় ।<br>
ফুল্ কুল্ চোখ্ চায়<br>
নাই ভাই শোক তায় ।<br>
শোন্ কোন্ দূর্ দূর্<br>
বায় ধায় র ফুর ।<br>
সব রব শোন্ আজ,<br>
উস্ খুস্ মন্ আজ ।<br>
যূঁই তুই দোল্ দোল্<br>
মুখ্ টুক্ তোল্ তোল্ ।

# সাঁওতাল-মেয়ে

কালো চুল্, কালো চোখ্, কালো রং তার—
তার মাঝে খোঁজ পেনু সাদা মন্‌টার।

পাহাড়ীর ছোট মেয়ে,—বনে ঘর তার—
বুনো ভাষা, বুনো আশা, বুনো কারবার।

একদিন ভোর-বেলা বেড়াতে যেতে,
দেখিলাম তারে এক ভুট্টা-ক্ষেতে।

ছোট্ট-মেয়েটি—মোটা সাড়ী পরণে—
'ঝুম্ ঝুম্' মল্ বাজে কালো-চরণে।

এলো-মেলো এলো-খোঁপা—তোফা শোভা তার-
দোপাটি গুঁজেছে তায়,—মরি কি বাহার।

কাণে গোঁজা জবা-ফুল্—"হাঁসুলী" গলে;
কথায় কথায় যেন হাসি উথলে।

আগে আগে মা তাহার কাস্তে হাতে
আস্তে আস্তে চলে ঝুড়িটি-মাথে!

ডাক্ দিল পিছু চেয়ে—"আয় দুলালী—
—মিছে তুই পিছে পিছে পড়িস্ খালি

ছুট্‌ দিল ছোট মেয়ে মা'র কাছে রে—
'রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু ম'ল বাজে রে।

সাঁওতাল মেয়ে ভাই—যেন বুনো ফুল্‌,—
বনে ফোটে বনে ঝরে,—নাহি তার ভুল্‌।

কেহ খোঁজ নাহি রাখে,—কেহ না শুধায়
ওদের তাহাতে কিছু নাহি আসে যায়।

রোদে জলে কাবু নয়—বাবু নয় তাই,
প্রকৃতি মানুষ করে নিজ হাতে ভাই।

বনের প্রকৃতি নিয়ে ওরা মশ্‌গুল্‌
পাহাড়ীর ছোট-মেয়ে—পাহাড়িয়া ফুল্‌।

# চল্‌তি পথের গান

আয়রে হেথা — “ঢুল্‌ঢুলা”—<br>
শেষ করে নে — ফুল-তুলা।<br>
কাজ্‌লা-কালো — মেঘ্‌ এলো<br>
ঘূর্ণি ঝড়ের — বেগ এলো রে<br>
মেঘ্‌ এলো।

মাদল—ধিন্‌ ধিতাং ধিন্‌ ধিতাং ধিন্‌ ধিতাং...

চল্‌তে হবে — ভিন্‌ গাঁয়ে<br>
তাইতো লাগে — চিন্তা হে ;<br>
ঢুল্‌ঢুলা তোর — ভাব্‌না নেই ?<br>
থাক্‌তে না চাস্‌ — সাবধানেই রে<br>
ভাব্‌না নেই ?

মাদল—ধিন্‌ ধিতাং ধিন ধিতাং ধিন্‌ ধিতাং...

ঝড়্‌ এলো ঐ — দিল্‌ মাতায়,<br>
গান্‌ ওঠে শোন্‌ — নীল্‌ পাতায়,—<br>
ঢাক্‌লো আকাশ — বাদ্‌লাতে<br>
তাল্‌ দে রে তোর — মাদ্‌লাতে রে<br>
বাদ্‌লাতে।

মাদল—ধিন্‌ ধিতাং ধিন্‌ ধিতাং ধিন্‌ ধিতাং...

আয়রে হেথা — ঢুল্‌ঢুলা—<br>
শেষ করে নে — ফুল্‌ তুলা,—

ফুল তুলে তোর — কাজ্ কি ভাই ?
গাঁথবি মালা — আজ্‌কি ভাই রে
কাজ্‌কি ভাই ?

মাদল—ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং...

তার চেয়ে তুই — ধর মাদল্—
আস্‌ছে ছেয়ে — ঝড়্ বাদল্,
ঘর-মুখো চল্ — এই বেলায়,
পড়্‌তে হবে — খুব ঠেলায় রে
এই বেলায়।

মাদল—ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং...

শুক্‌নো নদীর — আস্‌বে বাণ্
তাই দেখে ফের — ত্রাস্‌বে প্রাণ,—
থাক্‌তে হবে — জঙ্গলেই,—
ঠায় বসে এই — বন্ তলেই রে
জঙ্গলেই।

মাদল—ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং ধিন্ ধিতাং...

চল্‌রে ছুটে — ভুল ভুলা,
শেষ করে নে — ফুল্-তুলা

মাদল—দিপির্ দিপাং তাং ধিতাং—দিপাং দিপাং তাং.

# দূরের পাড়ি

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্-চাকায়
ঐ গাড়োয়ান দূর হাঁকায়,
গরুর-গাড়ী ছুট্‌ছে ঠায় ;
ছুট্‌ছে যান্
নাচ্‌ছে প্রাণ্ ;
হেঁই যোয়ান্
জোর চালাও,—
ছুট্‌ছে গাই,
সঙ্গে ভাই
পাল্লা দাও
পাল্লা দাও,
জোর চালাও।

ছুট্‌ছে গাই ছুট্‌ছে যান্,
বল্‌ছে 'চল্ হেঁই যোয়ান্'
দিচ্ছে জোর ল্যাজ মোচড়্—
ওই আওয়াজ 'ক্যাঁচ্ কোঁচর্' ;
স্তব্ধ মাঠ শব্দ নাই
মার্‌ছে ছুট্ শীর্ণ গাই।
শীত পহর নাম্‌ছে সাঁঝ
হাট্ ফেরৎ একলা আজ।

## টুনটুনির গান

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্-চাকায়
গরুর গাড়ী ছুট্ছে ঠায় ;
গাড়োয়ানজী দূর হাঁকায়।

| | |
|---|---|
| আস্তে যায়, | আস্তে যায় ; |
| শ্রান্ত গাই | খুব হাঁপায়। |
| ডাইনে বাঁয় | সব্জে ক্ষেত ; |
| ফুল অতুল, | হল্দে শ্বেত, |
| ঝোপ্ড়া ঝোপ্ | বন্-বাদাড়, |
| বন্-চাঁড়াল | মন্সা-ঝাড় ; |
| উঠ্ছে ওই | দূর-চড়ায়, |
| নাম্তি পথ | গড়্-গড়ায়। |
| বন্ কোণায় | দীর্ঘ-বাঁক, |
| যাচ্ছে যান্ , | খাচ্ছে পাক। |
| সাম্নে ওই | শুক্নো খাল্ |
| দুই তীরেই | উচ্চ আল্—; |
| সর্ষে ক্ষেত | কাঁপ্ছে বায়— |
| আল্তো ফুল | ঝর্ছে হায় ! |
| ছুট্ছে যান্ | উড়্ছে ধূল্, |
| আস্ছে ঘুম | লাগ্ছে ঢুল্। |
| প্রাণ্ উদাস | ডাক্ছে কাক |
| উড়্ছে ওই | চক্রবাক্। |
| শূন্যে ওই | ঘূর্ণি বায় |
| শস্য-ক্ষেত | চূর্ণি' যায়। |

## দূরের্ পাড়ি

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্-চাকায়
গরুর গাড়ী চল্‌ছে ঠায়
গাড়োয়ানজী জোর হাঁকায়।

| | |
|---|---|
| কাঁপ্‌ছে বায় | শাল-পিয়াল্, |
| ডাক্‌ছে ভাম্ | খ্যাঁকশিয়াল্। |
| ডাক্‌ছে ফেউ | দূর বনায়,— |
| শীত-পহর | সাঁঝ-ঘনায়। |
| জন-বিহীন | প্রেত-শ্মশান, |
| একলা আজ | কাঁপছে প্রাণ, |
| ভাঙতে ভয় | গাইছে গান্। |
| হায়, চালক | কম্পমান্। |
| শ্যাওড়া ঝোপ | অন্ধকার ; |
| বন্-ঘেঁটুর | বন্-বাদাড়। |
| দূর সীমায় | ওই ছাথায় |
| নীল্-পাহাড় ; | জোর হাঁকায়। |
| গ্রাম্‌টি তার | কাছ ঘেঁসে, |
| ঐ গ্রামেই | যাচ্ছে সে। |
| সন্ধ্যা-দীপ | জ্বল্‌লো রে— |
| চল্‌লো যান্ | চল্‌লো রে— |
| বোন্ মায়ের | মুখ্‌টি আজ |
| আন্‌ছে ফের | সুখ্‌টি আজ ; |
| স্ফুর্ত্তি তার | রুখ্‌বে কে ? |
| গাইছে গান্ | তাল রেখে। |

একটু আর চল্‌রে ভাই
দীর্ঘ পথ নাই রে নাই।
ঐ ছাথায় গ্রাম-প্রদেশ
পথ্‌ ফুরায় যাত্রা শেষ।
ঘুর্‌ ঘুর্‌ ঘুর্‌ ঘুর্‌-চাকায়
গরুর-গাড়ী আস্‌লো গাঁয়,—
গাড়োয়ানজীর প্রাণ জুড়ায়,
পাল্লা শেষ—
পথ্‌ ফুরায়— ।

## চৈত্-বিদায়

চৈতী রাতের বিদায়-কাঁদন
শুন্‌তে পেলাম বারে বারে,
শুন্‌তে পেলাম আধেক রাতে
বেণা-বনের ঝাড়ে ঝাড়ে।
শুন্‌তে পেলাম ঝাপ্‌সা রাতে
আঁধার আলোর আব্‌ছায়াতে,
শ্বাস্ ফেলে যায় যাবার বেলায়
ঘুম্‌তী নদীর ধারে ধারে।
চৈতী রাতের বিদায়-কাঁদন
শুন্‌তে পেলাম বারে বারে।

চম্‌কে উঠি, ঘুম্ ভেঙে
কেমন করে ঘুমাই রে ভাই,
আজকে যে ও, বিদায় নেবে
কেমন করে বল্‌না ঘুমাই?
ব্যথায় আমার পরাণ দোলে
চৈতী-রাতি যায় যে চলে,—
বেদন-বাণী বাজ্‌লো আমার
পরাণ-বীণার তারে তারে!

## টুনটুনির গান

চৈতী রাতের বিদায় কাঁদন
শুনতে পেলাম বারে বারে।

একটি পাখী উঠ্লো কেঁদে'
একটি পলাশ পড়ল্ ঝরে'—
একটি চাঁদের পাশাপাশি
একটি তারায় কাঁপন ধরে।
চৈতী-রাতি বিদায় মাগে,
একটি কবির দরদ জাগে,
শিউরে উঠে মন্ খানি আজ
বিদায়-ব্যথার ভারে ভারে।
চৈতী-রাতের বিদায় কাঁদন
শুন্তে পেলাম বারে বারে।

## অতসী

অতসী ফুটেছে বন্-কোণায়—
খোঁজ্ রাখে তার কোন্ জনায় ?
দোল্ দোল্ দোল্ দিনে রাতে
দুলে দুলে সারা নিরালাতে—;
অভিমানে মরে কাঁদিয়া রে—
মুদে আসে আঁখি আঁধিয়ারে।
মধু নেই তার নেই বাহার
বাতাসে মিলায় শ্বাস তাহার।
মাঝ্ রাতে যবে চাঁদ জাগে
সবুজ আলোর বাঁধ ভাঙ্গে—
অতসী বাতাসে দুলে দুলে
অবিরাম পড়ে ঢুলে ঢুলে।
পাতার আড়ালে মুখ ঢাকে—
হায় কে তাহার খোঁজ রাখে ?
কবি এসে বলে নতশিরে—
বন-গোপনের অতসীরে—
"—অতসী, অতসী, মোছ্ আঁখি-
আমি কবি তোর খোঁজ্ রাখি।"—

# ভোর বেলায়

শিউলী ফুল  শিউলী ফুল  দোল্-দোদুল্  হাল্কা বায়,
হাল্কা বায়  আল্‌গা তায়  লাল্ বোঁটায়  পাক্ লাগায়।
গন্ধ-তার  মন্ বাহার  সন্ধ্যা আর  ভোর বেলায়,
ভোর বেলায়  চোখ্ মেলায়  দিল্-ভোলায়  দোল্-দোলায়।
অপ্সরীর  শ্বেত জরীর  ওই শরীর  ফুল-বালার,
ফুল-বালার  তুল কাহার?  রূপ তাহার  দিল্-বাহার।
চল্ কুড়াই  চল্ রে ভাই,  প্রাণ জুড়াই  গন্ধে আজ,
তৃপ্ত মন  সর্ব্বক্ষণ,  মা'র চরণ  বন্দে আজ।
ঠোঁট রঙীন্  ওই নবীন্  কোন্ অচীন্  বন্-বিহগ্,—
ভোর বেলায়  ফুল মেলায়  গান শোনায়  মস্ত সখ্।
ত্রস্ত সব  উঠ্‌ছে রব  জুড়ছে স্তব  ভোম্‌রা দল।
শোন্‌রে ভাই  শ্রান্তি নাই,  দেখবি ভাই  চল্‌রে চল্।
চল্‌রে চল্  চল্ চপল্  খোল্ আগল্  দোর্ দুয়ার,
কাট্‌লো ঘোর  আস্‌লো ভোর  লাল আলোর  জোর জোয়ার

# ঘুম-পরী

খোকার চোখে ঘুম্ যোগাতে
ঘুম্-পরী তুই আয়রে আয়
অপ্সরী তুই আয়রে আয় !
ভর্ করে' তোর নীল্ ডানায়
ঘুম্-রাণী তুই আয়রে আয়।

ঝিম্ লেগেছে হিমচাঁদে
তাই দেখে ভাই প্রাণ কাঁদে ;
আব্ছা-আঁধার ফুল-বাগে
ফুল্-কলিদের ঢুল্ লাগে ;
ঢুল্ লাগে ঐ মৌমাছির
রব্ থেমেছে সব ঝিঁঝির !
ভোমরা অলি সব ঘুমায়
ঘুম্-দেবী তুই আয়রে আয়।

প্রজাপতির থির ডানা
সব নিঝুমের কারখানা।
টুন্টুনিটা মুখ্ বুজে
ঘুমিয়ে প'ল ঘাড় গুঁজে
বাইরে তাজা লাউ-মাচায় ;
ঘুম্ মেয়ে তুই আয়রে আয়।

টুন্‌টুনির গান

সেউতি নদীর দুই তীরে
আঁধার এলো দিক্‌ ঘিরে।
আঁধার আলোর ইন্দ্রজাল
শ্মশান ভূমি ভীম্‌ ভয়াল;
ভূত পেরেতে ছায় হানা
ভাঙ্‌বে খোকার ঘাড়খানা।
লাখ্‌ আলেয়া জ্বল্‌ছে রে
খোকার খোঁজে চল্‌ছে রে।

ঘুমো ঘুমো দুষ্টু রে
ঘুমটি আসুক চোখ্‌ জুড়ে।
খোকার চোখে ঘুম্‌ যোগাতে
ঘুমপাড়ানী আয়রে আয়।
ঘুমের রাণী আয়রে আয়॥

# পরীর দেশের মেয়ে

আমরা পরীর দেশের মেয়ে
ধরার বুকে নেমে এলাম আলোর সিঁড়ি বেয়ে!
মোদের অচীন্ দেশে ঘর—
ধরার মানুষ খোঁজ রাখেনা, কোথায় সে সহর!
নিঝুম্ নিথর ঘুম্-পুরী সে, স্বপ্নে আছে ছেয়ে
পরীর দেশের মেয়ে।

আমরা ঘুরি হাল্কা হাওয়ায় প্রজাপতির পিঠে,
পল্কা মেঘে গা ভাসিয়ে গান ধরি গো মিঠে!
সোণার ঝর্ণা ঝরে যায়
কুলু কুলু শব্দে আঁখি ঢুলু ঢুলু প্রায়
ঘুমিয়ে পড়ি একটি টেরে ফুলের মধু খেয়ে।
পরীর দেশের মেয়ে।

পারিজাতের গুঁজি-কাঠি গুঁজি চিকন চুলে
সুবাসে তার উদাস দুটি নয়ন আসে ঢুলে।
নিশুত্‌ রাতে রোজ
ধরার বুকে নেমে আসি, রাখেনা কেউ খোঁজ ;-
হাসি, নাচি, ঘুরি, ফিরি, চাঁদের আলোয় নেয়ে
পরীর দেশের মেয়ে।

রাম-ধনুকের ঘর আমাদের রূপ-সাগরের তীরে
জর্দ্দা ভোরের পর্দ্দা ঠেলে সেথায় যাব ফিরে।
ভোর হোলো যে ভাই,
ধরার বুকে আর আমাদের থাকার যো টি নাই,
যাবার সময় হোলো এবার, চল্‌ব ধেয়ে ধেয়ে
পরীর দেশের মেয়ে।

## "হুম্পাহুমা"র পাল্কী চলে

কোথায় থাকে মাসীপিসী কোন্ স্বপনের দেশে
কোন্‌খানে কোন্ মেঘের ভেলায় বেড়ায় ভেসে ভেসে !
নাম জানিনা, নাই ঠিকানা,—কিন্তু লোকে বলে
'হুম্পাহুমার' পাল্‌কী চ'ড়ে সেথায় যাওয়া চলে।
কিন্তু কোথায় 'হুম্পাহুমার' পাল্‌কী যাবে পাওয়া
কেমন করে, কোন্ পথে ভাই সেথায় যাবে যাওয়া ?
ভূত্-পেরেতে পাল্‌কী টানে, চাল্ কি তাদের, বাবা,
মধ্য-রাতে শ্মশান-পথে কেবল ওঠা-নাবা !
রাত দুপুরে হাত-পা ছুঁড়ে মাসীর দেশে চলে
বেজায় রুখে হোঁৎকা মুখে 'হুম্পাহুমা' বলে।
ভাব্‌তে গিয়ে তন্দ্রা ধীরে নয়ন ছেয়ে আসে
শুনি মাসীর পায়ের ধ্বনি আমার আশে পাশে।
হঠাৎ মাসী ঘুম দিয়ে যায় চুম্ দিয়ে যায় এসে,
মাসীর দেখা পাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি শেষে।
হঠাৎ শুনি মধ্য-রাতে অনেক দূরে দূরে
পালকী চলে' নিঝুম্ রাতে 'হুম্পাহুমা' সুরে—

হুম্পাহুমার পাল্‌কী চলে
রাত-বেরেতে বন্-বিরলে ;—
বন্-বিরলে, শুদ্ধ রাতে
অন্ধকারের আব্‌ছায়াতে,—

বাঁশ্‌-বাগানের পাশটা দিয়ে
চল্‌ছে কারা বন্‌বনিয়ে !
বন্‌-বাদাড়ে কোন্‌ আদাড়ে
ভূত্‌-বেহারা হুম্‌কি ছাড়ে !
"হুম্পাহুমা" "হুম্পাহুমা"—
থির প্রকৃতি, সব নিঝুমা ।
ঘাড়টি গুঁজে কার তুলালী
পাল্‌কী মাঝে কাঁদ্‌ছে খালি ?
পথ মিশেছে অন্ধকারে ;—
চল্‌ছে তবু বন-বাদাড়ে ।
শ্যাওলা-ছাওয়া শ্যাওড়া তলে
লাখ্‌ জোনাকীর চুম্‌কী জ্বলে ।
দেখ্‌ছি মশাল দূর আলেয়ার
ঘুট্‌-ঘুটে ঐ মনসা-তলার ।
ডাক্‌ছে কোথায় হুত্‌মো-থুমা—
হুম্‌কি শোনো "হুম্পাহুমা" ।

কাজ্‌লা-কালো জল্‌ ভরে' কে—
আঁজ্‌লা ভরে' পান্‌ করে যে—!
কার পিপাসা লাগ্‌লো রাতে—
শ্রান্ত বুঝি পথ্‌ চলাতে !
ছয় বেহারা ভূত্‌-চেহারা
চল্‌ছে ছুটে শ্রান্তি-হারা ।

## "হুম্পাহুমা"র পাল্কী চলে

ঘুম্ টুটেছে কার কুটীরে,—
বস্ছে খোকা ঠায় উঠি' রে ;
বল্ছে মা তার "শীঘ্র ঘুমা"
হুম্কি শোনো "হুম্পাহুমা" ।

জীর্ণ দেউল ইঁট খসেছে ;
চূণ-বালি তার সব ধ্বসেছে ;
ভগ্ন প্রাচীর তাই ঠেলে জোর
গাছ মেলেছে ডালপালা ওর ;
তার তলেতে ছয় বেহারা
পাল্কী চালায় জোরসে তারা ।
পিচ্-পাঁকুড়ের পিছ্লা তলায়
বিশ্রী পচা বন্ধ জলায়
ছুট্ছে মশা উঠ্ছে ধূমা,
হুম্কি শোনো "হুম্পাহুমা—।"

চল্ছে কোথায়, নাম না জানা—
দীর্ঘ পথের নাই সীমানা ।
রাত্রে চলে অন্ধকারে
ছয় বেহারা বন-বাদাড়ে ।
নিত্য চলা সঙ্গোপনে
খুব নিরালায় বন্-গোপনে ।

## টুন্‌টুনির গান

রাত্রি বেলা এই যে চলা  
অর্থ কি এর, যায় না বলা।  
একটু কি ছাই খোঁজ মেলে, হায়  
পাল্‌কী চড়ে' কার মেয়ে যায় ?  
কার মেয়ে ও' কার বধূ-মা——?  
হুম্‌কি শুনি "হুম্পাহুমা-  
হুম্পাহুমা।"………

## টুনটুনি গায় গান

ঝুম্‌কো গাছের ঠুন্‌কো ডালে
টুনটুনি গায় গান
ও সে···গান্‌ গেয়ে হয়রাণ।
দোলে···দোল্‌ দোল্‌, দোল্‌ দোল্‌,
হাল্কা হাওয়ায় যায় ভেসে যায়
গানের কলরোল ;
তার···উল্‌সে ওঠে প্রাণ ;
টুন্‌টুনি গায় গান।

হিমের চাদর গায় জড়ালো ভোরের বাঁকা চাঁদ ;
আলোর ধারা রাঙ্‌লো আকাশ, ভাঙলো পূবের বাঁধ !
বাতাস···ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌
গানে গানে প্রাণে প্রাণে
আনে উদাস সুর,
আহা···মন্‌-টানা সেই তান ;
টুন্‌টুনি গায় গান !

## টুনটুনির গান

ও কে···শিরিস্ গাছে ঝুন্‌ঝুনিয়ে গুনগুনিয়ে গায়

অবাক্ হয়ে কৌতূহলে টুন্‌টুনি তাকায়,—

শিশির···টুল্ টুল্ টুল্ টুল্

পাতায় পাতায় পাপড়ি ফুলে

কাঁপতেছে বিল্‌কুল্ ;

টুনি কর্‌লো তাতে স্নান,

নীড়্-ছাড়া আজ প্রথম টুনির

অধীর তনুখান ;

হাল্কা হাওয়ায় পল্কা ডালে

টুন্‌টুনি গায় গান—

ও সে···গান গেয়ে হয়রাণ।